ওপরওয়ালাই ভরসা

রতন শিকদার

ট্রেনে চড়বার সময় তেমন ভিড় ছিল না। নয়ন মাথায় মালের পেটি সহ অল্প আয়াসেই কামরার ভিতরে পৌঁছে যায়। পেটি নামিয়ে পাশে রেখে উল্টো দিকের গেটে গিয়ে বসেও পড়ে। ট্রেন গন্তব্যস্থানের দিকে এগোয়, যাত্রীর ভিড়ও বেড়ে চলে। ক্রমে দম বন্ধ হওয়া অবস্থা। নতুন যাত্রীদের স্বচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটে। তারা নয়নের আরাম দেখে কটুক্তি করে। নয়ন আবার পেটি মাথায় উঠে দাঁড়ায়। টাল খেয়ে নয়ন পড়ে পাশের লোকের গায়ে ওপরে। রক্তবর্ণ পোশাকে আপাদমস্তক ঢাকা এক সাধু। মুখ ভর্তি অগোছালো দাড়ি-গোফঁ। কপালে বড় টিপ, লাল সিঁদুরের। মাথায একটা বাঁশের ঝুড়ি। সেটাও লাল শালুতে ঢাকা। টাল খেয়ে নয়নের ধাক্কা সামলে বিড় বিড় করে যেন অভিসম্পাত করে সে নয়নকে।

নয়ন মেনে নেয় সে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ করে ফেলেছে। বলে, সাধুবাবা, মাফ কিজিয়ে। বহুত ভিড় হ্যায় তো। সাধুবাবা তাকে সত্যিই মাপ করে দ্যায় মৃদু হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে দিয়ে। মুখে বলে, ঠিক আছে বাবা। এত লোক। ধাক্কাধাক্কি তো হবেই। ভিড়ে ঠাসা ট্রেন ছুটে চলে। নয়ন ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঝুঝতে পারে তার স্টেশন আসছে এবার। পেটির মাল হরেনমুদির দোকানে তার পৌঁছে দেবার কথা ছিল গত সন্ধ্যায়। পারেনি। কথা দিয়েছিল আজ সকালেই পৌঁছে দেবে। তো সে সকালও পেরিয়ে গেল। ট্রেনে যা ভিড়, নামতে না পারলে ব্যবসা চৌপাট। তার সামনে সেই সাধুবাবা। সে-ও গেট মুখো। নয়ন তার পিঠে আলতোভাবে গুঁতো দেয়, সাধুবাবা নামবে তো?

সাধুবাবা উত্তর দেয়, হ্যাঁ বাবা। নাহলে কি গেটমুখো গুঁতিয়ে চলি? প্রশ্নটা বেশ বোকার মতো হয়ে গেছে বুঝতে পারে নয়ন। তাই এবার বলে, তাতো বটেই। কিন্তু নামবো কীভাবে? তুমি নামলে আমারও নামা হবে। তুমিই ভরসা। সাধুবাবা মাথার ওপর হাত তুলে বলে, আমি না বাবা। ওই ওপরওয়ালা ভরসা। ধৈর্য ধরো। তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন। নয়ন ভাবে ওপরওয়ালার প্রতি সাধুবাবার অগাধ ভক্তি! কিন্তু নয়নের চোখে অবিশ্বাসী দৃষ্টি। সে উশখুশ করে। ট্রেনের গতি কমতে থাকে। আর বড়জোর আধ মিনিট। তার মধ্যেই তাকে পেটিসহ নামতে হবে। নয়ন দ্যাখে সাধুবাবা মাথার ঝুড়ির লাল ঢাকনাটা গুটিয়ে একপাশে করল। সঙ্গেসঙ্গেই তার হাত জড়িয়ে হিলহিলিয়ে উঠে এল হাত খানেক লম্বা এক কালনাগিনী। সেটির সারা অঙ্গে বিচিত্র বর্ণের ফোঁটা। দেখতে বেশ। কিন্তু তাই বলে ভিড়ের ট্রেনে কালনাগিনী! তার মতো

আশেপাশের সবারই নজরে পড়ে সেই সাপ। এক নিমিষে সাধুবাবার চারপাশের ভিড় হালকা হয়ে যায়। সাধুবাবার পিছে পিছে নয়নও অনায়াসে নেমে যায়।

সাধুবাবা প্লাটফর্মে ঝুড়ি নামায়। লাল শালুতে আবার ঢাকা পড়ে কালনাগিনী। নয়নও মাথার পেটি নামিয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছে নেয়। সাধুবাবা মুচকি হেসে বলে, বাবা, দেখলে তো ওপরওয়ালাই আমার ভরসা।